দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 3 JUN 2003.
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৪ .....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির হালচাল

কামরুজ্জামান কোরবান ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিতে বিরূপ অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের স্বার্থ ও সমস্যার চেয়ে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী স্বার্থকেই অধিক প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষক রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করছে। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছাত্র রাজনীতির সংজ্ঞাই যেন বদলে গেছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি তার অতীত গৌরব হারিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র রাজনীতি হবে ছাত্রদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের বলয়কে কেন্দ্র করে। ছাত্রদের ডাইনিং, ক্যান্টিন, চিকিৎসা, পরিবহন, সঠিক সময়ে পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশ, আবাসিক তথা সীট সমস্যা, গবেষণা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি, লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রভৃত সমস্যা সমাধানের দাবী আদায় এবং প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তোলার রাজনীতির যেন অপমৃত্যু ঘটেছে। ছাত্র সংগঠনগুলো এ সংক্রান্ত বিষয় যেন ভুলেই গেছে। নেতাদের মুখে এ নিয়ে কোন বক্তব্য শোনা যায় না। নেতারা সাধারণ ছাত্রসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ছাত্ররা নেতাদের থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সম্পর্ক থাকলেও তাতে আন্তরিকতার কোন ছাপ নেই। থাকলেও তাদের কবল থেকে বাঁচার অবলম্বন হিসেবে রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, নেতারা ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন গডফাদার অথবা শিক্ষক নেতার স্বার্থে। ছাত্র রাজনীতির বদলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক রাজনীতি নিয়েও ব্যতিব্যস্ত। শিক্ষকদের দলীয় স্টিয়ারিং কমিটিতে কোন শিক্ষক থাকবেন কি থাকবেন না এ নিয়ে নাক গলান ছাত্র নেতারা। এতে গডফাদার শিক্ষকরা সন্তুষ্ট হলেও সাধারণ ত্যাগী, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক শিক্ষকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্য থেকে ক্ষোভ অনেকটা প্রকাশ্যরূপ লাভ করেছে বলে জানান কয়েকজন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কাজেও হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্র নেতাদের লবিং এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগের বিষয়টি এখন খোলাখুলি ব্যাপার। বিভিন্ন সূত্র থেকে অভিযোগ রয়েছে, ছাত্র রাজনীতি এখন অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। নিয়োগ, বদলী, ছাত্রভর্তি ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে অর্থের বিনিময়ে জোর তদবির ও প্রশাসনকে চাপ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, পুকুর এবং বাগানের গাছ ইজারা নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড ঘটে থাকে। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়মিত। ডাইনিং, ক্যান্টিন ও বিভিন্ন দোকানে বিনা পয়সায় খাওয়া এবং টাকা চাইলে পাওনাদারদের মারধর, ও নাজেহালের ঘটনাও নিত্যদিনের বিষয়। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধেই প্রধানত এমন অভিযোগ বিস্তর।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত- নিয়মিত, অবিবাহিত, যোগ্য, সৎ ও মেধাবীদের সমন্বয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর কমিটি গঠিত না হওয়ায় এ সমস্যার অন্যতম কারণ। দেশ অতীতের মত, ছাত্রসমাজের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় এবং দায়িত্বশীল নেতারা এ ব্যাপারে প্রচুর আশ্বাস আর কথার ফুলঝুরি ঝরালেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে সমস্যার সমাধান না হয়ে; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রসমাজের সমস্যার সমাধানকেন্দ্রিক রাজনীতি না করে উপরন্তু সমস্যা, সৃষ্টিতেই সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তারা বলছে, আবাসিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা না রেখে মেধাকে উপেক্ষা করে নেতারা প্রতিটি হলে 'যে যতগুলো পারে' সীট দখলের রাজনীতি করছে। সাধারণ ও মেধাবী ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে। নেতারা সীট ভাড়া না দিয়ে হল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত সরকারের প্রশাসন সাড়ে চার কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেটকে পরিণত করেছে ১৯ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেটে। এই ঘাটতি পূরণ করে শিক্ষা ও গবেষণার মান বৃদ্ধিতে ছাত্র সংগঠনগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের কোন গঠনমূলক ভূমিকা অদ্যাবধি লক্ষ্য করা যায়নি। এ ব্যাপারে তাদের কোন পরিকল্পনার কথাও শোনা যায়না। তারা ব্যস্ত শুধু দলীয় যৎসামান্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠায়। অভিযোগ রয়েছে, দলীয় নেতৃত্বটাকে তারা তাদের আখের গোছানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে তারা বর্তমান জোট সরকারবিরোধীদের সাথে আঁতাত করতেও কার্পণ্য করে না। সরকার সমর্থক একটি বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের কতিপয় কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ নেতা সরকারের ঘোরবিরোধী ভারতীয়পন্থী পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে চরম সখ্যতা গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি অংশও কাউকে ল্যাং মেরে উপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ছাত্রনেতা এবং ওই সমস্ত সাংবাদিকদেরকে বেছে নিয়েছেন-এমন কথা ক্যাম্পাসের সর্বত্র শোনা যায়।